শিশুদর্পণ

বালক সকলের শিক্ষোপযোগি সহজ কাব্য।

প্রথম ভাগ।

১ সংখ্যা।

জ্ঞানালোক সমুজ্জল প্রচলিত স্বচ্ছদ্যুতি ব্যাপিনী।
লোলাল্লোল, কথাবলী সমুদিত শ্বেত প্রভাধারিণী॥
স্বান্ত ধ্বান্ত নিতান্ত পাটন করে নীত্বা করে যত্নতঃ।
নিত্যং ভোঃ শিশুদর্পণে শিশুগণাঃ স্বংস্বং মুখং পশ্যত।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তর্করত্ন প্রণীত।

কলিকাতাঃ
সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত।
১৮৫৭

অবতরণিকা।

সম্প্রতি প্রদেশ মধ্যে বিদ্যানুশীলনের বিস্তার হেতু গবর্ণমেণ্ট ও দেশহিতৈষি মহোদয়গণ স্থানে স্থানে ইংরেজী বাঙ্গালা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন। তন্মধ্যে কলিকাতা সন্নিহিত জনাই নামক প্রসিদ্ধ ভদ্রগ্রামে তত্রত্য ভূম্যধিকারী শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য মহোদয়গণ প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত যে বিদ্যালয় আছে সেই পাঠশালার ব্যবহারার্থে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন বদান্যবর শ্রীযুত বাবু ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার প্রতি একখানি সরল সাহিত্য রচনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সাহসে সাহসী হইয়া সাধ্যমতে এই "শিশুদর্পণ" রচনা করিয়া উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ তত্রত্য অধ্যক্ষসমাজে দেখাইলাম। অনন্তর আমার বান্ধববর্গের কথাক্রমে ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিদ্যোৎসাহী মহাত্মা সকল যদি স্বীয় ঔদার্য্য সহকারে মদীয় সাহসের সহায়তা করেন তাহা হইলেই আমি এইরূপ কাব্য পরম্পরা প্রচলিত করণে উৎসাহবান্ হই।

সময় সংক্ষেপ বশতঃ সাধুসমাজে ইহা শুদ্ধবেশে উপস্থিত করিতে অসমর্থ হওয়াতে গুণরাশি ধার্ম্মিকবর বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ও চন্দ্রকান্ত সেন মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত বিলোকন করিয়া প্রকাশিত করিতে উৎসাহ দিলেন; আমি সেই অকৃত্রিম মিত্রদ্বয়ের কথাক্রমে ইহা প্রকাশ করিলাম। সজ্জন সমাজে এজন্য দোষ মার্জ্জনপক্ষে সাধুগণের নৈসর্গিক করুণাকেই আশ্রয় করিলাম, অলমতি বিস্তরেণ।

জনাই। শ্রী অঘোরনাথ শর্ম্মা।
শকাব্দা ১৭৭৮ মাঘ।

শিশুদর্পণ ।

সহজ শব্দে নীতিগর্ভ কাব্যপুস্তক

নমঃ সমস্ত ভূতেশ মহেশ মহিমাত্মনে । ১
অখণ্ডানন্দ রূপায় বিশ্বেশ পরমাত্মনে ॥

"সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎ ফলে । ২
কাব্যামৃত রসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ" ॥

সৌজন্যং, শীলতা, নিত্যং পিতৃমাতৃ নিষেবনং । ৩
ভ্রাতৃস্নেহো, ধর্ম্মমতিঃ, শিশূনাং সুখ সাধনং ॥

আবলম্ব্য তদেবৈতৎ রচিতং শিশুদর্পণং । ৪
দোষো যে যত্তু ধীমন্তঃ সন্তঃ সংশোধয়ন্তুতং ॥

শাকে বসু সরিৎকান্ত সিন্ধু চন্দ্র মিতে দিনে । ৫
মাঘে রুদ্রমিতে বিপ্রঃ অঘোরস্ত দশেণযং ॥

১ পাঠ।

হলবর্ণে স্বরযোগের ধারা।	উদাহরণ মালা।
ক ই কি, ক ঈ কী,	কি, কী, বলিতে হয় মৎ কথা শুনে,
ছ ই ছি, ছ ঈ ছী,	ছি, ছী, বলিতে হয় দেখিলে নির্গুণে,
ধ ই ধি, ধ ঈ ধী,	ধি, ধী, বলিয়া তার নাম প্রকাশিবে,
দ ই দি, ব আ বা,	দি, বা, লিপি যেই শিশু লিখিবে পড়িবে,
ক উ কু, হ ঊ হূ,	প্রশ্ন। কুহুস্বরে কোন্ পক্ষী ডাকে ?
	উত্তর। কোকিল।
	[সে কিরূপ, ইতি।
ম আ মা, ম আ মা,	প্রশ্ন। মা বলিয়া তুমি ডাক কাহাকে ?
	উত্তর। জননীকে।
	[তাঁহার মহিমা জান না, তবে শুন।]

ব ঐ বৈ, * * * প্রশ্ন। বৈ হাতে লয়ে কোথায় যাবে?

উত্তর। পাঠশালায়।

[কেন বল, শুনি?]

ব ই বি, দ য দ্য, প্রশ্ন। বিদ্যালয়ে গিয়া কি ধন পাবে?

উত্তর। বিদ্যারত্ন মহাধন।

[তাহার গুণ কি জান না, তবে শুন, ইত্যাদি মুখে।]

---

২ পাঠ।

যুক্তবানান।	উদাহরণমালা।
ক য ক্য,	কটুবাক্য বলা বড় দোষ।
ক র, ক্র, ক্র,	বক্রভাবে বাড়ে মাত্র রোষ॥
ক ল ক্ল,	মূর্খলোকে পায় অতি ক্লেশ।
ক ব ক্ব,	সব বিষয়ে পরিপক্ব বেশ॥
গ ন গ্ন,	মন ভগ্ন হওয়া ভাল নয়।
ক ম ক্ম,	রুক্মিণীকে গুণবতী কয়॥
র ক র্ক,	বৃথা তর্ক করা অনুচিত।
র খ র্খ,	মূর্খ নাহি জানে হিতাহিত॥

ন ন ন্ন, সুতৃ লোক সুসম্পন্ন নয়।
ম ম ম্ম, পণ্ডিত বিনা সম্মানে কে রয়॥
স ক স্ক, তস্করের ধর্ম্মভয় নাই।
স খ স্খ, স্খলিত মতির বাধা সদাই॥
দ গ দ্গ, ভয়ে কয় গদ্গদ বচন।
র জ র্জ, অর্জ্জ সরোবরের আভরণ॥
ষ ট ষ্ট, স্পষ্ট রূপে কথা বলা ভাল।
স ত স্ত, অবিশ্বস্তের নাহি কালাকাল॥
স প স্প, শস্প শয্যা অতি সুকোমল।
দ ব দ্ব, বিদ্বান্ লোক সমাদর স্থল॥
হ ম হ্ম, ব্রহ্মকে যে জানে সে ব্রাহ্মণ।
ক ষ ক্ষ, সর্ব্বদক্ষ সুবোধের লক্ষণ॥
ণ ঠ ণ্ঠ, কুণ্ঠিত হওনা কারও কাছে।
ণ ড ণ্ড, পাপীর অবশ্য দণ্ড আছে॥
ঙ গ ঙ্গ, কুসঙ্গে অনেক দোষ ঘটে।
জ ঞ জ্ঞ, বিজ্ঞজনের নাম শীঘ্র রটে॥
ঞ জ ঞ্জ, বিবাদ ভঞ্জন করা ভাল।
হ ন হ্ন, নিদাঘে সুন্দর সায়াহ্নকাল॥
ন দ ন্দ, শান্ত শিশু পরম সুন্দর।
ন ধ ন্ধ, অন্ধজনে সবে দয়াকর॥

ট ত ন্থ,	শান্ত শিশু কয় সুধীবর।
ন থ ন্থ,	ধর্ম্মপথের পান্থ মনে কর॥
ত ত ত্ত,	বিদ্যাধন ধনের উত্তম।
চ চ চ্চ,	অসচ্চরিত্র নরাধম॥
ণ ণ ক্ষ,	বাল্যকালে বিদ্যাতৃষ্ণা ভাল।
	শ্রীকৃষ্ণকে সবে বলে কাল॥

। আর আর বর্ণ পরিচয় জ্ঞান হইবে ইত্যাদি।।

---

৩ পাঠ।

শিশুগণের প্রাতঃকৃত্য পাঠ।

সময় হইল, পড়িতে চল।
নিত্য করিবে আজি আমারে বল॥ ১

পড়িবে শুনিবে, থাকিবে সুখে।
মিছে কথা কেহ, এনোনা মুখে॥ ২

জননীর কথা, শুনিবে সবে।
সকলের কাছে, সুশীল হবে॥ ৩

পাঠশালে আসি, গুরুর বচন।
শুনিতে সকলে, স্থির কর মন॥ ৪

যে শিশু সুন্দর, পড়িতে পারে।

তাহার নিকটে, সকলে হারে ॥ ৫

যারে ভালবাসে. গুরু মহাশয় ।

তার পিতামাতা, বড় সুখী হয় ॥ ৬

অলস হইয়া, সময় যাপন ।

করো না করো না, ওহে শিশুগণ ॥ ৭

---

৪ পাঠ ।

শিশুগণের প্রাতঃস্মরণীয় ভগবন্ মাহাত্ম্য
ও স্তোত্র ।

হে পরমপিতঃ অখিল সবিতঃ,
মহেশ বিধাতঃ বিভো ।
সৃজন, পালন, বিশ্ববিনাশন,
লীলাপরায়ণ প্রভো ॥ ১

তব কৃপাবলে, আমি ধরাতলে,
হোয়েছি মানব কায় ।
জনম আকরে, জননী জঠরে,
ছাড়িয়া আছি ধরায় ॥ ২

আদি দশমাস, গর্ভে করে বাস,
তোমার করুণা বলে ।
পড়ে ভূমিতলে, অতি শিশু ছলে,
ছিলাম প্রসূতি কোলে ॥ ৩

আমাদের প্রতি হও তুষ্টমতি,
সকলে বিতর বর ॥ ৮

৫ পাঠ।

মাতৃস্নেহ ও মাতৃভক্তি বিদায় হেতু।

"মা," কি, মধুর ধ্বনি, শুনিতে সুন্দর!
কথা আর, তার কাছে, নহে সুখকর ॥
শুনিলে জননী ধ্বনি, জুড়ায় জীবন।
[illegible]র কাছে নহে আর, শীতল জীবন ॥
দশমাস দশদিন, ধরিয়া জঠরে।
জননীর কত কষ্ট, তনয়ের তরে ॥
স্তনেতে দুধের ভার, ধরি সযতনে।
[illegible] কে, করান পান সন্তান রতনে ॥ ১

(আমার মা)

মলিন দেখিয়া সুত, চাঁদের বদন।
মা ব্যতীত অবিরত, কে করে রোদন ॥
যখন দারুণ জ্বরে, দেহ জর জর।
আর ভয়ানক রোগে, হই মর মর ॥
[illegible]ন আমার সেই, ম্লান মুখ পানে।
[illegible]হিয়া কে ডুবে যায়, অশ্রুর তুফানে ॥

শুনিয়া সকলে, কেবল মা, বলে,
গত হলো সে সময়।
তার পর আমি, হোয়ে ভ্রম গামি,
তেজিয়াছি সমুদয় ॥ ৪

তোমার আদেশে, মনের আবেশে,
পড়িতে শুনিতে বই।
হে বিশ্বপ্রকাশ, নাহি অবকাশ,
তোমার স্মরণ লই ॥ ৫

(হে বিভো)

অপার কৃপার, করুণার আর,
স্নেহের সঞ্চার করি।
ওহে বিশ্বনাথ, প্রজানাথ নাথ,
হর অপরাধ হরি ॥ ৬

তুমি হে বিধাতা, তুমি সিদ্ধিদাতা,
আশুতোষ তুমি প্রভু।
তুমি দয়াময় ওহে জ্ঞানময়
বাণীময় তুমি বিভু। ৭

আমি বোধ হীন, তুমি ভক্তাধীন,
শিশু সুত দোষ হর।

পাছে আমি দুঃখ পাই, এই আশঙ্কায়।
কার তনু লতা আর, নিঃশেষে শুকায়॥ ২

(আমার মাব)

ঈশ্বরের কৃপাবলে, চিকিৎসার হেতু।
যদি আমি পার হই, রোগরূপ সেতু॥
তখন আনন্দ হ্রদে, কে ডুবিয়া যায়।
কার মুখে সুখে পুন, সুহাস্য যোগায়॥
কাহার হৃদয় পদ্ম, প্রস্ফুটিত হয়।
কেবা নিজ পুনর্জ্জন্ম, জ্ঞান করি লয়॥
উঠানের মাঝে আমি, খেলিতে খেলিতে।
দাঁড়াতে না পারি যদি, পড়ি আচম্বিতে॥
তখন আমার এই, শিশু কলেবরে।
কে, আসি সহসা শীঘ্র, সহায়তা করে॥ ৩

(আমার মা)

আহার করিলে আমি, কার ক্ষুধা যায়।
আমি না খাইলে আর, কার ক্ষুধা পায়॥
মধুর মিষ্টান্ন খেতে, কে দেন আমারে।
তৃষিত হইলে আমি, তৃষ্ণা লাগে কারে॥
প্রথম ছিলাম আমি, অতিশয় জড়।
কে আমারে ভাল করে পরাত কাপড়॥

শীত গ্রীষ্ম বর্ষাকালে, করি আকিঞ্চন।
কে আমারে করিতেন, রক্ষণাবেক্ষণ॥
সহিয়া দারুণ দুঃখ, রোগ শোক ভয়।
কার, এত তনয়েতে, দৃঢ় মায়া হয়॥ ৪

(আমার মার)

সুবর্ণ সমান বর্ণ, হইলে কুমার।
শোভা পায় কার কাছে, যেন কণ্ঠহার॥
অসিত কুৎসিত সুত, জনমিলে পরে।
তারে সমাদরে কে বা, স্বর্ণহারে পরে॥
সন্তান যদ্যপি করে, সাধু জন সঙ্গ।
ভুলোকে পুলকে পূর্ণ, হয় কার অঙ্গ॥
পুত্র যদি লেখা পড়া, ভাল রূপে করে।
কে তার যশের মালা, হৃদি পরে পরে॥
মূর্খ পুত্র কার পক্ষে, হয় দাবানল।
কায়মনে কার ইচ্ছা, নিত্যর কুশল॥ ৫

(আমার মার)

মাতৃভক্তি বিস্তারাধ্যায়।

জগতে যেমন, ভক্তির ভাজন, করুণা কারণ,

জননী আছে।

দেখিয়া সকলে, দেখিই সকলে, এইমত ছলে,
কে, মার কাছে ॥
যাঁর কৃপাবলে, থাকিয়া ভূতলে, নরনাম বলে,
বিহর সবে।
যাঁর স্নেহরসে, আর মায়াবশে, সুখে আছ বসে,
সে গুণ কবে ॥
যে অবধি বিধি, এই দেহ বিধি, রাখিবে সুনিধি,
তাবৎ যাঁরে।
করি প্রাণপণ, দিয়ে কায়মন, সেবার সাধন,
সেবিব তাঁরে ॥
যদি গুণবতী, সতী শুদ্ধমতি, প্রসূতি সুমতি,
তনয়ে করে।
তার কাছে আর, কিছার বিচার, লেখা পড়া তার,
সুখেতে ধরে ॥

মাতৃ স্তব।

জননি তনয় পানে, কৃপাদৃষ্টে চেও গো।
এখন যেমন দেখ, এইমত দেখ গো ॥
বালক সেবায় যদি, ত্রুটি কভু করে গো।
শুনেছি প্রভুর দয়া, অপরাধ হরে গো ॥

স্নেহের ভাণ্ডার সদা, পরিপূর্ণ রেখো গো।
অকৃতি সন্তানে ওগো, দেখো, দেখো, দেখো গো।
শৈশবে যেমন্ তুমি, কোরেছ পালন গো।
করিতেছ করিয়াছ, করিবে লালন গো॥
আমি যেন ক্রম ক্রমে, সে ভাব না ভুলি গো।
তোমার প্রাচীন কালে, যেন শোধ তুলি গো॥
আমার পীড়াতে যথা, তব অশ্রু পড়ে গো।
তোমার পীড়াতে যেন, মম অশ্রু ঝরে গো॥
সুখ অশ্রু দুঃখ বারি যার নাহি পড়ে গো।
তারা যেন এই পাঠ, প্রতিদিন পড়ে গো॥

৬ পাঠ।

শিশু শিষ্যের প্রতি শিক্ষকের উপদেশ।

শুন শিশুগণ, স্থির কর মন,
পড়িতে সুন্দর বই।
না পড়িলে পরে, জানিবে রে পরে,
গতি নাই পড়া বই॥
পড়িতে শুনিতে, শুনিতে সুনীতে,
সুখী হবে তবে সবে।

পিতা মাতা আর, বান্ধব আবার,
সকলে সুখ্যাতি করে ॥
পড়াতে যে জন, দেয় নাকো মন,
তার বা কেমন মন।
সতত চঞ্চল, ক্রীড়ায় অঞ্চল,
মনে পড়ে প্রতিক্ষণ ॥
পিতা মাতা তার, করে তিরস্কার,
আর কত কথা কহে।
তার পরে ভারি, আঁকা, মারি মারি,
নক্ষে বারি ধারা বহে ॥
যে শিশু সতত, পড়িতে সংযত,
সে হয় সুশীল পরে।
সদা দেখে সই, সদাচার বই,
আর কিছু নাহি করে ॥
বিদ্যা ধর্ম্মে রতি, সদা তুষ্ট মতি,
সকলে করয়ে স্নেহ।
সবে ভাল বাঁসে, ভাল কথা আশে,
অহিত করে না কেহ ॥
অতএব শুন, বলি পুনঃ পুনঃ,
ওহে প্রিয় শিশুগণ।

করিয়া যতন, অমূল্য রতন,
বিদ্যা কর উপার্জ্জন ॥
পড়িবে যেমন, করিবে তেমন,
শুনিবে গুরুর কথা।
সদাই সন্তোষ, যেন আশুতোষ,
হইবে এই ত প্রথা ॥

---

৬ পাঠ।

সুশীল হওয়া অতি আবশ্যক।

সুশীল সুবোধ শিশু, সহজে সরল।
সুখ্যাতির মূল বলে, বিদ্বান্ সকল ॥
শান্ত শিশু মা বাপের, প্রাণাধিক প্রিয়।
দুরন্ত বালকে লোকে, গণে নিন্দনীয় ॥
সুশীল যদ্যপি হয়, সন্তান রতন।
রত্ন হেতু যত্ন তবে, হয় অকারণ ॥
সন্তান দুরন্ত তাহে, যদি মূর্খ হয়।
বাপ মা জীবিত, কিন্তু মৃত হয়ে রয় ॥
বরং জন্মিয়া মরা, না হওয়াও ভাল।
তবু যেন কার পুত্র, হয় না বাচাল ॥

লেখাপড়া শিখে তবু, দুরন্ত তনয়।
সে তনয় সুত বটে, তনয় ত নয়।
কার ছেলে ভাল, ইহা বলিলে যখন।
তখন যাহার নাম, হলো না গণন॥
তাহার জননী যদি, হয় পুত্রবতী।
তবে বল বন্ধ্যা নারী, হয় কোন্ সতী॥
অতএব শান্ত হওয়া, বড় প্রয়োজন।
সুশীলতা, এক মাত্র, সৌভাগ্য লক্ষণ॥

---

৭ পাঠ।

বিদ্যারত্ন মহাধন।

বিদ্যারত্ন মহাধনে, সযতনে শিশুগণে,
কায়মনে কর উপাসনা।
সব সুখ পরিহরি, কিবা দিবা বিভাবরী,
সদা কর শাস্ত্র আলোচনা॥
এ ধন বিরল নয়, বিনামূল্যে লব্ধ হয়,
মূল্য মাত্র দুই মত শ্রম।
এধন যাহার নাই, তাহার দুঃখের হাই,
মুখে উঠে পরিপূর্ণ ভ্রম॥

আহা তার হাহাকার, শুনিবার সাধ্য কার,
সংসার অসার হয়ে উঠে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য্য সহ,
রিপুগণ অনায়াসে যুটে ॥
বিদ্যাধন হরিবারে, তস্করেতে নাহি পারে,
বিতরণে বহুগুণ হয়।
এমন অমূল্য ধন, উপার্জ্জনে শিশুগণ,
বল কে বিমুখ হোয়ে রয় ॥

৮ পাঠ।

সহোদর তুল্য বন্ধু নাই।

সুশীল সুবোধ ভ্রাতা, প্রাণাধিক প্রিয়।
তাহার নিকটে অন্যে, নাহি গণনীয় ॥
সহোদর সঙ্গে যেই, সদা করে বাস।
তাহার পক্ষেতে, স্বর্গবাস উপহাস ॥
বিধিনাথ হরিনাথ, নামে দুটি ভাই।
যাদের দেখিলে বলে, কানাই বলাই ॥
রামে ও লক্ষ্মণে যদি, এক স্থানে রয়।
তবে এ দুটীর শোভা, প্রকাশিত হয় ॥

দু ভাই অত্যন্ত শান্ত, সুশীল সুবোধ ।
বিধি হোতে হরি ছিল, কিঞ্চিৎ অবোধ ॥
এক দিন দুই ভেয়ে, বেড়াতে বেড়াতে ।
দেখিল পাখীর বাসা, ছোয়েছে বেড়াতে ॥
হরি হেরি ছোট ছোট, পক্ষীর শাবক ।
অকস্মাৎ ডান হাত, বাড়াকে বালক ॥
অনুজের অনুষ্ঠান, হেরিয়া নয়নে ।
বিধিনাথ বলিতেছে, সুমিষ্ট বচনে ॥
হরি তুমি কাল্ রেতে, শুন নি সে কথা ।
বাবা যে বাড়াতে বোসে, বলিলেন যথা ॥
যদি কোন দুষ্টলোকে, আমা দুই জনে ।
জননীর কোল থেকে, লয়ে যায় বনে ॥
তাহাতে মায়ের মনে, যত দুঃখ হয় ।
পাখীরেও সেই মত, দুঃখী হয়ে রয় ॥
অতএব শুন হরি, পরিহরি খেলা ।
চল ভাই বাড়ী যাই, ঐ গেল বেলা ॥
এই কালে ছেলেদে, রকথা শুন্তে পেয়ে ।
বিধির জননী ছিল, আড়ালে দাঁড়াইয়ে ॥
সুতের মধুর বাক্য, শুনে সেই সতী ।
অপার আনন্দনীরে, করেছিল গতি ॥

অনন্তর প্রিয়তম, তনয়ে লইয়া।
চুম্বন করিল মুখে, হাঁসিয়া হাঁসিয়া॥
স্নেহের প্রবাহ আরো, বাড়িল তাহার।
সুশীল হইলে দেখ, কত সুখ আর॥

৯ পাঠ।

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রধান সাধন।

পরিশ্রম এই শব্দ, শুনে সবে হয় স্তব্ধ,
ইহার কারণ কেহ, বুঝেছ হে বুঝেছ।
আপাততঃ শুনে ভয়, কিন্তু শেষে সুখ হয়,
এমন বিষয় কেহ, শুনেছ হে শুনেছ॥
দেখ তাহা সপ্রমাণ, এ বিষয় বিদ্যমান,
শুন হোয়ে প্রণিধান, যদি শুন্তে এসেছ।
শারীরিক মানসিক, পরিশ্রম বাস্তবিক,
সুখের সাধন ইহা, বোধ হয় জেনেছ॥
যেমন গাড়ীর চাকা, নিয়ত থাকিলে ঢাকা,
হোয়ে উঠে মলামাখা, পরে নষ্ট হয় রে।
তেমনি নিশ্চল দেহ, দেখিয়া করো না স্নেহ,
সে দেহে সদা সন্দেহ, জ্ঞানিগণে কয় রে॥

যেমন শরীর দেখ, তেমনি হে মন দেখ,
যদি থাকে একক্ষণ, বিনা চলাচল্ রে।
সে মন কেমন হয়, যেন কি দেখেছে ভয়,
অরে শিশু সমুদয় ঠিক্, কি না বল রে॥
মনে যত চালাইবে, ক্লেশ তত পালাইবে,
ইহাতে সন্দেহ কেহ, করো না রে করো না।
না বুঝে ইহার ভাব, মিছে করে অনুভাব,
স্বভাব বিরুদ্ধভাব, ধরো না রে ধরো না॥
অলস হইলে পরে, কত কষ্ট হয় পরে,
সে সকল পড়ে পড়ে, তাকে শান্তি নাই রে।
নিজে ভেবে দেখ মনে, অলস লোকে কেমনে,
কি সুখে কাটায় কাল, জানি তার নাই রে॥
তাহার সুখের লেশ, নাহি মাত্র শুদ্ধ ক্লেশ,
দেখ দেখ ঐ ছেলে, মিছে বোসে রোয়েছে।
নাহি লেখে নাহি পড়ে, সদা সহবাস জড়ে,
গৃহকর্ম্ম ত্যাগ করে, একেবারে রোয়েছে॥
ওদের গোপাললাল, লেখে পড়ে সদাকাল,
কি সকাল কি বিকাল, নিয়মে বেড়ায় রে।
আহা তার সদাচার, আকার আবার তার,
দেখিলে তাপিত মন, অমনি যুড়ায় রে॥

যে বালক অবিরত, লিখন পঠনে রত,
তার গুণ কব কত, মুখে না যোগায় রে।
যে বালক বৃথাকাল, হরে ওরে চিরকাল,
তার গুণ কব কত, মুখে না যোগায় রে॥
অতএব শুন শুন, বলিতেছি পুনঃ পুনঃ,
বৃথাকাল হরাগুণ, ছাড় ছাড় ছাড় রে।
উঠিয়া প্রভাতকালে, বেড়াইয়া কণকালে,
আসনে বসিয়া বই, পাড় পাড় পাড় রে॥
শৈশবে এই সবে, পরিশ্রম কর তবে,
যৌবনে সুখের সিন্ধু, অনায়াসে তরিবে।
ইহাতে করো না ভয়, সুখ আগে দুঃখ হয়,
অতএব শিশুচয়, পরিশ্রম করিবে॥

১০ পাঠ।

পিতা পরমগুরু।

(পজ্ঝটিকা।)

"জয় জয় জনকঃ সংহর পাপম্।
জয় করুণাময় নাশয় তাপম্॥" ১

তবসম গুরুজন নাহি সংসারে।
তুলিতে তুলনা গগণাকারে॥ ২

শুন শুন শিশুগণ মন প্রণিধানে।
তাতের তুলনা তুলনা কানে॥ ৩
অবিরত করিবে পিতৃ শুশ্রূষা।
শৈশবে এইসব সুন্দর রূপ॥ ৪
জননী জনক বন্দন করিবে।
চিরদিন জন্মিত পাপ দিবসেই হরিবে॥ ৫
শুভঙ্কর জনকের সন্তোষ হেতু।
সাধিবে সাধন বাঁধিবে সেতু॥ ৬
যাহাতে জনকের মন হয় তুষ্টি।
যাহাতে জননীর মন হয় হৃষ্ট॥ ৭
বুঝিয়া বুঝিয়া করিবে কার্য্য।
পিতৃ সুখ সিদ্ধে কর মন ধার্য্য॥ ৮
ভগিনী ভাইকে ভাল কথা কহিবে।
জননীর নিকটে অনুগত রহিবে॥ ৯
জনকের আজ্ঞা শিরোপরে ধরিবে।
রামের উপমা আপনায় করিবে॥ ১০
সকলে তাহোলে হইবে প্রীত।
তাহলেই তাতের নাম হবে গীত॥ ১১

১১ পাঠ।

সন্তোষ সুখের প্রধান সাধন।

"সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ ॥" ১

সন্তোষ সুখের মূল, মন হবে অনুকূল,
আধি ব্যাধি বৈরিকুল, নিজে হয় সমাকুল,
আনন্দ সুখের খনি, ফলস্থল পড়ে হে।
সুখী হোতে আশা মনে, কায়মনে যারা গণে,
তারা সব সযতনে, নিজ জ্ঞান সুনয়নে,
সন্তোষ সুখের পানে, যেন ঝোঁকে চড়ে হে ॥ ২
অসন্তোষ দুঃখ কর, ক্লেশ মোহ মায়া কর,
ভয়ঙ্কর তস্কর, অথবা সে কিঙ্কর,
এইরূপ ভাবে তারে, অবিরত হেরিবে।
সন্তোষ সুখ আকর, গুরুতুল্য আজ্ঞা কর,
পরম আনন্দ কর, বিশ্বজন মনোহর,
এই ভাবে সেই ভাবে, সমভাবে ধরিবে ॥ ২
শুন শুন পুনঃ পুনঃ, প্রিয় শিশুগণ,
আমার বচনে যেন, রহে দৃঢ় মন ॥

সমাপ্ত।

Satyárnaba Press, No. 14 South Road Intally.

সূচীপত্র